জুন - ডিসেম্বর ২০১৮ ■ খণ্ড ০১ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

এক নজরে

০২ সিপিটিইউ এবং বিআইজিডি চুক্তি

০২ গভর্মেন্ট টেন্ডার ফোরামকে টেকসই এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

০৩ নাগরিকদের তত্ত্বাবধানে আরসিটি সিপিটিইউতে বিআইজিডির প্রস্তাব

০৩ সরকারী ক্রয়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত মডেল উদ্ভাবন

০৩ প্রারম্ভিক মিটিং এবং 'সিইপি'-কে প্রয়োগকারী এনজিও হিসেবে ঘোষণা

০৩ বিআইজিডির কিছু পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা ফিরে দেখা

০৪ পিপিএসসি পুনর্গঠন এবং কাজের শর্তাবলী (টিওআর) সংশোধণ

০৪ পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা: যেভাবে নাগরিক সম্পৃক্ততা ইতিবাচক পরিবর্তন আনে

০৪ মানিকগঞ্জের এলজিইডি অফিসে মাঠ পর্যায়ের সফর

BIGD, BRAC University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326

info@bigd.bracu.ac.bd

http://bigd.bracu.ac.bd

বাংলাদেশ সরকার সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ার উন্নত করন এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)" হাতে নেয়। সরকারী ক্রয় কাজে সকল ধরনের অংশীদারের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের পাশাপাশি নাগরিক অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করছে। যার মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সরকারী ক্রয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি। ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই প্রকল্প ৮টি বিভাগের ৪৮টি উপজেলায় চালু থাকবে।

সিপিটিইউ এবং বিআইজিডি চুক্তি

২০১৮ সালের ২৪ জুন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অধীনে ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) ডিম্যাপ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিআইজিডি প্রকল্পটির 'নাগরিক সম্পৃক্ততা' (সিটিজেন এনগেজমেন্ট সাব কম্পোনেন্ট) সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

বিআইজিডির পক্ষে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ জনাব শিব নারায়ণ কৈরি এবং সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফারুক হোসেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিপিটিইউ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিআইজিডির প্রফেসরিয়াল ফেলো জনাব ডঃ সুলতান হাফিজ রহমান বলেন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রোজেক্ট (পিপিআরপি) সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য সরকারের একটি মহৎ উদ্দ্যোগ। বিআইজিডি পিপিআরপির 'নাগরিক সম্পৃক্ততা' অংশটির পরীক্ষামূলক পর্যায়ে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বর্তমান ডিম্যাপ প্রকল্পে ব্যবহার করতে পারবে। তিনি আরো বলেন, সিপিটিইউ এবং বিআইজিডির পারস্পারিক সহযোগিতা ডিম্যাপের সফল পরিণতি আনতে পারবে এবং সফলতা নিশ্চিত করতে পারবে।

নৈতিকতা এবং সচেতনতা দুর্নীতিকে সমাজ থেকে দূর করতে পারে, এমন ধারণা থেকেই সরকার এবং সিপিটিইউ সরকারী ক্রয় নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের নিয়োগের উদ্দ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপিটিইউর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফারুক হোসেন। তিনি ৪৮টি উপজেলায় প্রোজেক্ট শুরুর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। নাগরিক নিয়োগের প্রক্রিয়াটিকে স্পর্শকাতর উল্লেখ করে বিআইজিডিকে সমস্যা অনুসন্ধান এবং সমাধানের জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেন।

দুই পক্ষকেই ধন্যবাদ জানিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধক্ষ এস এন কৈরি বলেন, প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। প্রকল্পটির কিছু জটিল দিক তুলে ধরেন বিআইজিডির সহকারী ফেলো ডক্টর মির্জা এম হাসান। দেশব্যাপী ডিম্যাপ প্রকল্পটি সারা দেশে বিস্তৃত করার ফলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংস্থা এর সঙ্গে জড়িত হবে, এবং তাদের সঙ্গে সরকার পক্ষের যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় কঠিন হয়ে যাবে, যা প্রকল্পটির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। প্রকল্প পরামর্শকারী মোস্তা গাউসুল হক উপস্থিত অংশগ্রহনকীদের প্রকল্প পর্যবেক্ষণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে অবগত করেন। সিপিটিইউর পরিচালক শীষ হায়দার চৌধুরী সরকারী ক্রয়ে আরো অংশীদার সংযুক্তকরণের ওপর জোর দেন। সকল বক্তা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

গর্ভমেন্ট টেন্ডার ফোরামকে টেকসই এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০১৮ সালের ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম (বিসিসিপি) গর্ভমেন্ট টেন্ডার ফোরামকে (জিটিএফ) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেকসই করার লক্ষ্যে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার মূল লক্ষ ছিল জিটিএফের বর্তমান কর্মক্ষেত্র তুলে ধরা এবং জেলা পর্যায়ে তাদের টেকসই করার লক্ষ্যে অন্যান্য অংশীদারের মতামত সংগ্রহ করা।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগের সচীব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, মহাপরিচালক, সিপিটিইউ। ৮০ জন অতিথির মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, পরিচালক, সিপিটিইউ; জনাব জাফরুল ইসলাম, প্রধান ক্রয় বিশেষজ্ঞ, বিশ্বব্যাংক; জনাব আলি নূর, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি প্রমুখ।

ই-জিপি (ইলেকট্রনিক গর্ভমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) এর মাধ্যমে শতকরা ৫০ ভাগ দরপত্র প্রক্রিয়াজত হওয়ার কারণে মূলধনের ১৩-২০ শতাংশ সরকারী খাতে জমা পড়েছে বলে অতিথিবৃন্দ কর্মশালায় উল্লেখ করেন। দরপত্র প্রদানকারী এবং প্রকিউরিং এর অংশীদারদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক হলে এই খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে, তবে কাজটি কঠিন হবে বলে মন্তব্য করেছেন অতিথিরা। জেলা পর্যায়ের জিটিএফগুলো (গর্ভমেন্ট টেন্ডার ফোরাম) এই দুই অংশীদারের মধ্যে আলোচনার সুযোগ তৈরি করে ক্রয় সংক্রান্ত পরিবেশের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়তা করবে। অতিথিরা পরবর্তীতে সরকারী ক্রয় পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উপর জোর দেন।

ই-জিপির বিজ্ঞাপন এবং আবহসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে কর্মশালাটি শেষ হয়। আলোচনা সভার পর বিসিসিপি এর সিনিয়র উপ-পরিচালক জনাব খাদিজা বিলকিস জিটিএফের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপস্থাপন করেন।

নাগরিকদের তত্ত্বাবধানে আরসিটি

সিপিটিইউতে বিআইজিডির প্রস্তাব

২০১৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বিআইজিডির ইকোনমিক গ্রোথ ক্লাস্টারের প্রধান এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ডক্টর মুন্সী সোলায়মান ডিম্যাপ প্রকল্পের অধীনে নাগরিক সম্পৃক্ততা কাজের ফলাফল নির্নয় করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল (আরসিটি) এর ডিজাইন উপস্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের অংশগ্রহণের ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের মানে পরিবর্তন গুলোর নিরীক্ষ করা। ডক্টর মুন্সী সোলায়মানের মতে, এই আরসিটির উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের অংশগ্রহণের ফলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কিনা, সেটি খতিয়ে দেখা। সভাটির সভাপতিত্ব করেছেন সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফারুক হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডক্টর ইমরান মতিন, নির্বাহী পরিচালক, বিআইজিডি। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, পরিচালক, সিপিটিইউ; জনাব মোঃ শামিমুল হক, পরিচালক (পরিকল্পনা), সিপিটিইউ; জনাব জাফরুল ইসলাম, প্রধান ক্রয় বিশেষজ্ঞ, বিশ্বব্যাংক এবং বিসিসিপি এর সিনিয়র উপ-পরিচালক জনাব খাদিজা বিলকিস।

সরকারী ক্রয়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত মডেল উদ্ভাবন

টেকসই, সাশ্রয়ী মূল্য এবং রাজনৈতিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এমন কৌশলে সরকারী ক্রয়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায় বিআইজিডি এবং সহযোগী সংস্থাগুলো। পিপিআরপি-২এর অভিজ্ঞতার পর সাইট স্পেসিফিক সিটিজেন এনগেজমেন্ট (এসএসসিই) পদ্ধতি প্রধানত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে। এর মূল্য লক্ষ্য হল পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির হার কমানো। এর প্রভাব ভালোভাবে বোঝার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। কিছু উপজেলায় নির্দিষ্ট নাগরিকদের গ্রুপ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবে। এই পদ্ধতিকে সাইট স্পেসিফিক অর্গানাইজড সিটজেন এনগেজমেন্ট (এসওসিই) বলা হয়। এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের এই প্রক্রিয়ায় যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে। অন্যদিকে, সাইট স্পেসিফিক জেনারেল সিটিজেন এনগেইজমেন্ট (এসজিসিই) প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। প্রথম বছরে বিআইজিডি ১২টি উপজেলায় এসওসিই এবং ৪টি উপজেলায় এসজিসিই পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরের পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য সাইট স্পেসিফিক সিটিজেন এনগেজমেন্ট পদ্ধতি

সাইট স্পেসিফিক জেনারেল সিটিজেন এনগেইজমেন্ট (এসজিসিই)

- কোন সংগঠিত নাগরিক পর্যবেক্ষণ থাকবে না
- সাইট মিটিং থেকে নাগরিকরা তথ্য পাবে
- বাস্তবায়ন সংস্থা এবং এনজিও যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য জানাবে
- পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরীতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে

সাইট স্পেসিফিক অর্গানাইজড সিটজেন এনগেজমেন্ট (এসওসিই)

- পর্যবেক্ষণের জন্য নাগরিকদের একটি সংগঠিত দল থাকবে
- পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে নাগরিকদের জানানো হবে
- লিঙ্গ, বয়স এবং পেশার উপর ভিত্তি করে দল গঠন করা হবে
- এনজিও এবং উপজেলা বাস্তবায়ন সংস্থা প্রতিবেদন প্রদান করবে

প্রারম্ভিক মিটিং এবং 'সিইপি'-কে প্রয়োগকারী এনজিও হিসেবে ঘোষণা

২০১৮ সালের ৩১ জুলাই প্রারম্ভিক প্রতিবেদন এবং বিআইজিডির কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক জনাব ফারুক হোসেন সভার সভাপতি হিসেবে ছিলেন, যেখানে বিশ্বব্যাংক, সিপিটিইউ এবং বিআইজিডির অন্যান্য কর্মকর্তারও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ব্র্যাক কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম (সিইপি) প্রোজেক্টের কার্যকরী এনজিও হিসেবে কাজ করবে। পাবলিক প্রকিউরমেন্টে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সিইপিকে ধারণা দেওয়ার দায়িত্ব বিআইজিডি গ্রহণ করে। স্থানীয় পর্যায়ে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উক্ত দুটি সংগঠনই দায়বদ্ধ। তাদের মূল কাজের একটি বড় অংশ হল, স্থানীয় প্রশাসনকে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করে তোলা। সিইপির এই দুইটি বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় এবং উপজেলায় সিইপির নেটওয়ার্ক আছে যা এই কাজের জন্য সহায়ক। সভায় জেলা ও উপজেলা নির্ধারণের মানদন্ড নিয়েও আলোচনা হয়। বিশ্বব্যাংক পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং ঔষধ বিতরণের ব্যাপারটিকেও আওতাধীন করার পরামর্শ দেয়। পরামর্শগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার জন্য সিইপিকে অনুরোধ করা হয়।

বিআইজিডির কিছু পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা ফিরে দেখা

২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিআজিডি ডিম্যাপ প্রকল্পের পরীক্ষামূলক কাজ সফলতার সাথে করেছে। প্রকল্পের নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে নাগরিক কমিটি গঠনের বিষয়টিও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। এই গবেষণাটি হয়েছিল রংপুর (সদর ও মিঠাপুকুর উপজেলা) এবং

সিরাজগঞ্জ (সদর ও বেলকুচি উপজেলা) এলাকায়। বিআইজিডির পরীক্ষামূলক কৌশলের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর, যেমন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্রয় প্রক্রিয়া। বিআইজিডি পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে রংপুরের সহযোগী এনজিও এসডো এবং সিরাজগঞ্জের এসোডের সঙ্গে নাগরিক কমিটিগুলোকে নিয়ে কিছু কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এছাড়াও স্থানীয় এলজিইডি কর্মকর্তা এবং নাগরিক কমিটির সচেতনতামূলক প্রচারনা স্থানীয় জনসাধারনকে সম্পৃক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সাফল্য এবং বাধা দুটোরই ধরণ জানা যায়। এখান থেকে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণের কৌশল গ্রহণের ফলাফল সম্পর্কেও জানা যায়। এই অভিজ্ঞতা সফলতা অর্জনের প্রতি আলোকপাতের পাশাপাশি সরকারী ক্রয়ে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণে কেমন বাধা আসতে পারে এবং সেগুলো কিভাবে উতরানো যায়, সেই বিষয়েও আলোকপাত করে।

পিপিএসসি পূর্নগঠন এবং কাজের শর্তাবলী (টিওআর) সংশোধন

পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার কমিটি (পিপিএসসি) মূলত অংশীদারদের একটি ফোরাম, যেখানে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত নীতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং সম্ভাব্য সুপারিশ প্রস্তাবিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল, জনসম্পদের দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা অক্ষুন্ন রেখে সরকারী ক্রয় সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা। এই কমিটির দায়িত্ব হল সামগ্রিকভাবে ক্রয় সংক্রান্ত নিয়মাবলি পর্যবেক্ষন এবং পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিম্যাপ প্রোজেক্টের নাগরিকদের অধীনে গৃহিত পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করে হালনাগাদ করা।

বর্তমানে বিআইজিডি সিপিটিইউ এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে পিপিএসসির টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর) সংশোধন করেছে। এই সভা আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য হল, অংশীদারদের কাছে থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য, মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যেন সভায় প্রতিফলিত হয়।

এই লক্ষ্যে নতুন ডিজাইনে মাঠ পর্যায়ের সরকারী সংস্থাগুলোও সরকারী ক্রয়ে জড়িত থাকবেন, যারা তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান উপস্থাপন করবেন। পরবর্তী সেশনে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।

পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা:
যেভাবে নাগরিক সম্পৃক্ততা ইতিবাচক পরিবর্তন আনে

২০১৬ সালের এপ্রিলের শুরুতে যখন ১৩০ মিটার শালুভিটা রোডের নির্মাণকাজ শুরু হয়, তখন স্থানীয় জনগনের মনে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প নিয়ে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। তারা ভেবেছিল নাগরিক কমিটি কিছু গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য কাজ করবে। বৃহত্তর সম্প্রদায়ের হয়ে কাজ করবে না।

অবশ্য শুরু থেকেই নাগরিক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা নির্মান কাজের গুণগত মান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। নাগিরক কমিটি প্রথম পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পান, উল্লিখিত উপাদানের চেয়ে নিম্নমানের উপাদান নির্মাণকার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। নাগরিক কমিটি এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করেন এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক রড ব্যবহার করা হচ্ছিল। তাই ঠিকাদারের নিষেধ সত্ত্বেও নাগরিক কমিটির সভাপতির অভিযোগের ফলে তাদের আরো রড নিয়ে আসতে হয়েছিল।

পরবর্তীতে তদন্তে অনিয়মের অভিযোগে ঠিকাদার এবং স্থানীয়দের মধ্যে দ্বন্দ দেখা দেয়। বালু এবং সিমেন্টের অসামাঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ, রাস্তায় নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার, স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার্য রাস্তায় তুলনামূলকভাবে ভালো ইটের খোয়া ব্যবহার-সবকিছু মিলিয়ে গুণগত মানের সঙ্গে আপোষের ব্যাপারটি স্পষ্ট ছিল। স্থানীয় নাগরিক এবং ঠিকাদারদের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়লে নির্মানকাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় এলজিইডি প্রকৌশলীদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি সমাধান হয়।

সংঘর্ষের পর স্থানীয় জনগনের পক্ষ থেকে একজনকে প্রকল্পের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যার দায়িত্ব ছিল উন্নত কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেসব শ্রমিকরা এলাকাবাসীর সঙ্গে শারীরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিল, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের ছাঁটাই করতে সম্মত হয়। নিম্নমানের পণ্যের বদলে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয় তারা।

মানিকগঞ্জের এলজিইডি অফিসে মাঠ পর্যায়ের সফর

বিআইজিডি কর্মকর্তারা এসওসিই গ্রুপের জন্য প্রকল্প দেখাশোনা সংক্রান্ত চেকলিস্ট তৈরির পূর্বে মানিকগঞ্জ এলজিইডি অফিস পরিদর্শনে যান। দুই পক্ষের কর্মকর্তারা চেকলিস্ট এবং নাগরিক পর্যবেক্ষকরা কিভাবে পর্যবেক্ষন করবেন সেই প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে এলজিইডি এর কর্মকর্তারা জানান, স্থানীয় ব্যক্তিরা কাজ সম্পর্কে অনিয়ম/অভিযোগের দৃশ্যমান প্রমাণ যোগাড় করে রাখলে তা ইঞ্জিনিয়রদের ঘটনার গুরুত্ব এবং সত্যতা যাচাই করতে সাহায্য করবে। বিআইজিডির গবেষণা সহযোগী জনাব মোঃ মহান উল হক এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী ইকবাল হোসেন ২০১৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জ এলজিইডি অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব নাজমা নাজনীন, উপজেলা প্রকৌশলী জনাব জাহিদুল ইসলাম এবং ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান জনাব মখসুর রহমানের সঙ্গে এই সভায় বসেন।